পরচিন্তন তথা পরদর্শন দ্বারা নৈতিক ক্ষতি

তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মারা সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ মিলনোৎসব পালন করতে এসেছ অর্থাৎ হীরে তুল্য অমূল্য জীবনের নিরন্তর অনুভব করার বিশেষ সাধন আবারও একবার তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ এবং সমর্থ স্বরূপ বানাচ্ছে, তোমরা বাবার থেকে, তোমাদের পরিবারের থেকে এবং বরদান ভূমি থেকে তা' প্রাপ্ত করতে এখানে এসেছ । তোমাদের জন্ম মুহূর্ত থেকে তোমরা প্রত্যেকে হীরে সমান অমূল্য জীবন লাভ করেছ । যাই হোক, হীরে যাতে অনুক্ষণ ঝকঝক করে এবং কোনো রকম ধুলো বা দাগ না পড়ে সেইজন্য বারেবারে পালিশ করাতে আসে, এইজন্যই তো আসো, তাই না ? তাইতো বাপদাদা নিজের হীরে সমান বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হন এবং কোনো বাচ্চা এখনও ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে কিনা বা কারও সঙ্গের রঙে তাদের ওপর ছোট বা বড় দাগ লেগেছে কিনা সেটা চেক করেন । কোন সঙ্গ দাগ লাগায় ? তার মূল কারণ দুটো তথা দুটো মুখ্য বিষয় ।

এক হলো অন্যদের সম্বন্ধে চিন্তা যা পরচিন্তন, আর দুই হলো অন্যদের দিকে দেখা যা পরদর্শন । পরচিন্তনে ব্যর্থ চিন্তাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । এই দুই বিষয়ই সঙ্গের রঙে স্বচ্ছ হিরেকে দাগি বানিয়ে দেয় । এই পরদর্শন, পরচিন্তনের ওপর ভিত্তি করেই পূর্ব কল্পের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রামায়ণ - কাহিনী গড়ে উঠেছে । গীতা জ্ঞান বিস্মৃত হয়েছে । গীতা জ্ঞান অর্থাৎ স্ব-চিন্তন । স্ব-দর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হওয়া । গীতা জ্ঞানের সার ভুলে রামায়ণ কাহিনীকেই প্র্যাকটিস করা হয়েছে । যারাই আচরণ বিধির রেখা পার করে বার হয়েছে তারাই সীতা হয়েছে । সীতার দুই রূপ দেখানো হয়েছে, এক, যে সদা সঙ্গে থাকে এবং দুই যে শোক বাটিকায় থাকে । সঙ্গদোষের প্রভাবে তোমরা শোকবাটিকায় থাকা সীতা হয়ে গেছ । এক হলো অভিযোগের রূপ আরেক হলো স্মরণের রূপ । তোমরা যখন অভিযোগের রূপ নাও, ফার্স্ট স্টেজ থেকে সেকেন্ড স্টেজে যাও । এইজন্য সদা দাগহীন স্বচ্ছ হীরে, ঝকঝকে হীরে, অমূল্য হীরে হও । সেই বিষয় দুটো থেকে দূরে থাকলে তোমাদের কখনও ধুলো বা দাগ লাগবেনা । তোমরা কিছু করতে না চাইলেও তোমরা এটা করো ! তোমরা অনেক নতুন আর মজাদার কাহিনী বলো । যদি সেই সমস্ত কাহিনী শোনাতে হয় সেগুলো তবে অনেক লম্বা শাস্ত্র হয়ে যাবে । কিন্তু কারণ কি ? নিজের দুর্বলতা । তোমরা তোমাদের দুর্বলতাকে হোয়াইট ওয়াশ করে নাও আর গোপন করার জন্য অন্যদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কাহিনী বানিয়ে দাও । এর থেকেই শুরু হয়ে যায় পরদর্শন, পরচিন্তন । সুতরাং, এখন এই বিশেষ মূল আধার, মূল বীজ সমাপ্ত করো । এইভাবে বিদায়ের অভিনন্দন জাঁকজমক করে উদযাপন করো । লোকে মেলা ঘিরে উৎসব অনুষ্ঠান করে, তাই না ! এই উৎসব পালনই মিলন মেলা অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া । আচ্ছা, তোমরা তো নিজেদের মহিমা অনেক শুনেছ । তোমাদের মহিমার মধ্যে কোনো খামতি নেই, কারণ যা বাবার মহিমা সেটাই বাচ্চাদের মহিমা । বাপদাদার বিশেষ স্নেহ এই, যে সব বাচ্চা বাবা সমান সম্পন্ন হয়ে যায় । সময়ের আগেই নম্বর ওয়ান হীরে হয়ে যায় । এখন রেজাল্ট ঘোষণা হয়নি । যা হতে চাও, যে নম্বরে আসতে চাও, এখনও আসার মার্জিন আছে । এইজন্য উড়তি কলার পুরুষার্থ করো । দাগহীন, নাম্বার ওয়ান ঝকঝকে হিরে হয়ে যাও । বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে তোমাদের ? এখান থেকে তোমরা ফিরে গিয়ে শুধু বোলোনা, তোমরা মধুবন থেকে অনেক অনুষ্ঠান উদযাপন করে ফিরেছ,

বরং কিছু হয়ে ফিরেছ ! যখন সংখ্যায় তোমাদের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলে পুরুষার্থের বিধিতেও এখন বৃদ্ধি করো । আচ্ছা !

এইরকম সর্ব উড়তি কলার পুরুষার্থী, সর্ব ব্যক্ত সঙ্গ থেকে দূরে থেকে, একই সম্পূর্ণতার রঙে রঙিন হওয়া আত্মারা, সময়ের পূর্বে নিজেকে সম্পন্ন বানায়, এমন প্রাপ্তিস্বরূপ বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎকারঃ -

১) সর্ব সম্বন্ধে বাবাকে আপন করেছ ? অন্য কোনো সম্বন্ধে তোমার মোহ নেই তো ! কারণ কোনো একটা সম্বন্ধও যদি বাবার সাথে তুমি না জুড়তে পারো তবে নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ হওয়া সম্ভব নয় । তোমাদের বুদ্ধি রাস্তা ভুলে এদিক ওদিক চলে যাবে । বসবে বাবাকে স্মরণ করতে আর স্মরণে আসবে তোমার নাতিপুতি । যার প্রতিই মোহ থাকবে সেই স্মরণে আসবে । কারও অর্থের প্রতি তো কারও অলঙ্কারের প্রতি কারও বা আবার বিশেষ কোনো সম্বন্ধের প্রতি । বুদ্ধি তোমাকে সেখানেই টানবে যেখানে তোমার মোহ থাকবে । বুদ্ধি যদি বারবার সেদিকে চলে যায় তবে একরস স্থিত হতে পারবেনা । অর্ধেক কল্প ভুলপথে চলতে চলতে কি হাল হয়েছে, দেখেছ তো ? সবকিছু খুইয়েছ ! শরীরও গেছে । মনের সুখ শান্তিও গেছে, ধনও গেছে । সত্যযুগে কত ধন ছিল, সোনার মহলে থাকতে । এখন ইঁটের বাড়ী, পাথরের বাড়ীতে থাকো, তাহলে সবকিছু খুইয়েছ তো ! সুতরাং এখন তোমাদের ভুলপথে ঘুরে বেড়ানো শেষ ! এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়, হৃদয়ভরে এই গীত গাও । কখনও এইরকম ব'লোনা যে এর তো পরিবর্তনই হচ্ছেনা, এতো চলছে না, কিভাবে চলছে, কি করবো...মনের ভিতর এই বোঝা রেখোনা, লাইট থাকো । তোমার ভাবনা যদি ভালোও হয় যে, কেউ এই পথে এগিয়ে চলবে, কারও রোগের উপশম হবে, কিন্তু তোমার এইরকম বলায় তো এটা ঘটবে না ! এর পরিবর্তে নিজে যদি হালকা হয়ে উড়তি কলার অনুভবে থাকো তবে সেটাও শক্তি পাবে । বাকি এই ভাবনা বা বলা ব্যর্থ । মাতারা বলবে আমার স্বামী ঠিক হয়ে যাক, তাদের বাচ্চারা এই পথ অনুসরণ করুক, তাদের ব্যবসা ভালোভাবে চলুক, এই কথাই ভাবে বা বলে । কিন্তু এই চাওয়া তখনই পূর্ণ হবে, যখন নিজে হালকা হয়ে বাবার থেকে শক্তি নেবে । এইজন্য বুদ্ধিরূপী পাত্র খালি থাকা চাই । কি হবে, কখন হবে, এখনো তো হলোই না, এইসব ভাবনা থেকে নিজেকে খালি করো । তুমি যদি সকলের কল্যাণ চাও তবে নিজে অবশ্যই শক্তিস্বরূপ হয়ে সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে শুভ ভাবনা রেখে চলতে থাকো । চিন্তন বা চিন্তা কোরোনা, বন্ধন জালে জড়িও না । যদি বন্ধন থাকে, সেইসব কাটার একমাত্র উপায় স্মরণ । তোমরা সেইগুলো থেকে রেহাই পাবেনা, নিজেই নিজেকে রেহাই দিলে তুমি রেহাই পাবে ।

২) সঙ্গমযুগের সর্ব ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত করেছ তোমরা ? কখনো নিজেদের কোনোরকম ভাণ্ডার থেকে খালি মনে হয়না তো ? কারণ খালি থাকার সময় এখন চলে গেছে । এখন নিজেদের পূর্ণ করার সময় । ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তির অনুভবও এই সময়েই । যা তোমার অপ্রাপ্য ছিল সেটারই যখন প্রাপ্তি হয় তখন সেটার নেশা থাকে । তাহলে ভরপুর আত্মা তোমরা হয়েছ ? এইরকম তোমরা বলো না তো যে তোমাদের সর্বশক্তি আছে কিন্তু সহন শক্তি নেই, শান্তির শক্তি নেই ! একটু ক্রোধ বা তেজের উদ্রেক হয় । ভরপুর জিনিসে কখনো কোনকিছুর জায়গা হয়না । যদি মায়ার দ্বারা অস্থির হও, এর অর্থ তুমি খালি । তুমি যত ভরপুর হবে মায়ার ঝাকানি ততই কম হবে । তাহলে ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি

সব কিছু বিদায় দিয়েছ নাকি তোমার শত্রুকে তোমার অতিথি বানাও ? এই শত্রু তখনই জবরদস্তি ভিতরে ঢুকে যায় যখন অমনোযোগী হও । লক যদি মজবুত হয় তবে শত্রু প্রবেশ করতে পারেনা । আজকাল সেফ থাকার জন্য লোকের কাছে গুপ্ত লক থাকে । এখানেও ডবল লক আছে স্মরণ এবং সেবা হলো ডবল লক । এইগুলো দিয়েই তোমরা সেফ থাকবে । ডবল লক অর্থাৎ ডবল বিজি । বিজি অর্থাৎ সেফ থাকা । বারবার এই স্মৃতিতে থাকাই লকের প্রয়োগ করা । এইরকম ভেবোনা আমি তো বাবারই, বরং স্মৃতিস্বরূপ হও । যাই হোক, যখন তোমরা বাবার হয়েছই, তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে, সেইরকম খুশি থাকতে হবে । যদি তোমরা বাবার হও, তবে তোমাদের উত্তরাধিকারও নেওয়া উচিৎ । আমি তো বাবারই শুধু এই অমনোযোগে থেকোনা, বরং প্রতি সেকেন্ড নিজেকে ভরপুর সমর্থ অনুভব করো । একে বলা হয়ে থাকে স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থস্বরূপ । তোমাদের আক্রমণ করতে নয় বরং মায়া যেন তোমাদের স্যালুট করতে আসে ।

৩) সবাই তোমরা নিজেদের পূজ্য আত্মা অনুভব করো ? পূজারী থেকে তোমরা পূজ্য হয়েছ, তাই না ? পূজ্যকে সদা উঁচু স্থানে রাখা হয় । কোনও পূজার মূর্তি কখনো মাটিতে রাখা হয়না । সুতরাং, তোমরা পূজ্য আত্মারা কোথায় থাকো ! তোমরা ওপরে থাকো । ভক্তিতেও পূজ্য আত্মাদের কত রিগার্ড দেওয়া হয় । যখন জড় মূর্তির এত রিগার্ড তবে তোমাদের কত হবে ! তোমরা নিজেদের কত রিগার্ড জানো ? তোমরা নিজেরা নিজেদের রিগার্ড সম্বন্ধে যতটা অবগত থাকো, অন্যেরাও তোমাদের ততটা রিগার্ড দেয় । নিজের জন্য রিগার্ড রাখা অর্থাৎ নিজেকে সদা মহান শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করা । সুতরাং কখনো মহান আত্মা থেকে সাধারণ আত্মা হয়ে যাওনা তো ! পূজ্য তো সবাই পূজ্যই হবে, তাই না ! এইরকম নয় তো যে আজ পূজ্য কাল পূজ্য নও ! সদা পূজ্য অর্থাৎ সদা মহান, সদা বিশেষ । তোমরা বাচ্চারা কেউ কেউ ভাবো যে তোমরা সামনে এগোচ্ছ কিন্তু অন্যেরা তোমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য রিগার্ড দেয়না । এর কারণ কি ? এর কারণ তোমরা সদা নিজেরা নিজেদের রিগার্ড দাওনা । যারা নিজেদের রিগার্ড বজায় রেখে চলে, তারা অন্যদের থেকে রিগার্ডের প্রত্যাশা রাখেনা, কিন্তু স্বতঃই পেয়ে যায় । যারা সদা পূজ্য নয় তারা সদা রিগার্ড পায় না । যদি মূর্তি নিজের আসন থেকে সরে যায় অথবা মূর্তিকে মাটিতে রেখে দেয় তবে তার কি ভ্যাল্যু থাকবে ! মূর্তিকে মন্দিরে রাখলে মহান রূপে সবাই তাকে পূজা করে । অতএব, সদা মহত্বের আসনে অর্থাৎ উঁচু স্থিতিতে থাকো, নিচে এসোনা । লোকে আজকাল দুনিয়ায় কি বিশেষত্ব প্রদর্শন করে ? হত্যা করা এবং হত হওয়া, এই বিশেষত্বই দেখায়, তাই না ! তো এখানেও তোমাদের সেকেন্ডে মৃত্যু, ধীরে ধীরে নয় । এটা তেমন হবেনা যে আজ মোহ ছাড়লে, একমাস বাদে ক্রোধ ছাড়বে, বছর পার হলে মোহ ত্যাগ করবে ! এইরকম হবেনা । এক আঘাতেই তোমরা বলিদান হয়ে যাও । তাহলে তোমরা সবাই বলিদান হয়ে মরজীবা হয়েছ নাকি কখনো বেঁচে কখনো মরে আছ ? কখনো কখনো এমনও হয় যে চিতা থেকেও উঠে যায় । সেই সময়ে সে জেগে ওঠে । তোমরা সবাই তো এক আঘাতেই মরজীবা হয়ে গেছ, তাই না ! লৌকিক সংসারে যেমন ওই মানুষজনেরা নিজের শো দেখায়, সেইরকম অলৌকিক সংসারেও তোমরা তোমাদের শো দেখাও । সদা শ্রেষ্ঠ, সদা পূজ্য হও যাতে সবাই তোমাদের সব কর্ম, সব গুণের কীর্তন গায় । কীর্তনের অর্থই হলো কীর্তি গাওয়া । যদি সদা তোমাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং পূজার যোগ্য হয় তাহলে নিরন্তর সবাই তোমাদের কীর্তন গাইতে থাকবে । যখন কোথাও হাঙ্গামা হয় তো সেই ঝগড়া অশান্তির সময় শান্তির শক্তির চমৎকার দেখাও । সবার বুদ্ধিতে যেন আসে এখানে শান্তিকুণ্ড আছে । শান্তিকুণ্ড হয়ে শান্তির শক্তি ছড়িয়ে দাও । যদি চারিদিকে আগুন জ্বলে আর এককোনে শীতল কুন্ড থাকে তো সবাই সেইদিকে দৌড়ে যায় এইরকম শান্তিস্বরূপ

হয়ে শান্তিকুন্ডের অনুভব করাও । সেই সময় তোমরা বচন দ্বারা সেবা করতে পারবেনা কিন্তু মন্সা দ্বারা নিজেকে শান্তিকুন্ডরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারো । শান্তির সাগরের বাচ্চারা যে স্থানে থাকে সেই স্থান যেন পবিত্র শান্তিকুন্ড হয়ে যায় । যখন বিনাশী যজ্ঞকুন্ড অন্যদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তখন এই শান্তিকুন্ড অন্যদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করেনা, এটা হতে পারেনা । এখান থেকেই যেন শান্তি খুঁজে পাওয়ার ভাইব্রেশন সবাই লাভ করতে পারে, এইরকম বায়ুমন্ডল বানাও । সবাই যেন তোমার কাছে এসে বলে, দিদি শান্তি দাও; এমন সেবা করো ।

সেবাধারী টিচার্স বোনেদের প্রতিঃ - টিচার্স অর্থাৎ সেবাধারী । সেবাধারী অর্থাৎ ত্যাগ এবং তপস্যার প্রতিমূর্তি । যেখানে ত্যাগ এবং তপস্যা নেই সেখানে সফলতাও সম্ভব নয় । ত্যাগ আর তপস্যা উভয়ের সহযোগে সেবায় নিরন্তর সাফল্য পাওয়া যায় । তপস্যা অর্থাৎ এক বাবার হওয়া, দ্বিতীয় কেউ নয় । এটা হলো নিরন্তর তপস্যা । সুতরাং যে কেউই আসুক, তোমাকে শুধুমাত্র কুমারীরূপে নয়, তপস্বী কুমারীরূপে যেন দেখে । যে স্থানে তুমি থাকো সেটা যেন তপস্যাকুণ্ড অনুভূত হয় । এটা ভালো স্থান, শুদ্ধ স্থান বলে তারা বুঝতে পারে ঠিকই কিন্তু এটা তপস্যাকুণ্ড অনুভব হতে হবে । তপস্যা কুণ্ডে যারা আসবে তারাও তপস্বী হয়ে যাবে । যখন তোমরা প্র্যাকটিকাল তপস্যার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে তখন জয়জয়কার হবে । লোকে তোমার তপস্যার সামনে এসে নত হবে । তারা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদের সামনে মহিমা গায়, কিন্তু তপস্যাকুমার তপস্যাকুমারীদের সামনে তারা নত হবে । তপস্যাকুণ্ড বানাও, তারপর দেখ কত পতঙ্গ নিজে থেকেই ছুটে আসবে । তপস্যাও জ্যোতি, আর পতঙ্গ নিজে থেকেই জ্যোতির দিকে ছুটে আসবে । তোমাদের সেবাধারী হওয়ার ভাগ্য তৈরি হয়ে গেছে, এখন তপস্যাকুমারী হওয়াতে নম্বর নাও । সদা শান্তির দান দিয়ে মহাদানী হও । বর্তমানে বাপদাদা বিশেষভাবে মন্সা সেবার ওপর তোমাদের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করেন । বাণীর সেবা দ্বারা অনেক শক্তিশালী আত্মা প্রত্যক্ষ হবে । বাণী তো চলতেই থাকে কিন্তু এখন সেবায় শুভ সঙ্কল্পের ভাবনা অ্যাডিশন করে নাও । সুতরাং সেবার প্রতিমূর্তি হয়ে অন্যকে প্রতিমূর্তি বানানোর সেবা করো, এখন এটার আবশ্যকতা আছে । এখন সবার অ্যাটেনশন এই পয়েন্টে থাকতে হবে, এর থেকেই নাম মহিমান্বিত হবে । যারা অনুভাবীমূর্ত তারা অনুভব করাতে সমর্থ হবে, এর ওপরেই বিশেষ অ্যাটেনশন দাও । এর দ্বারা তোমরা কম মেহনতে অধিক সফলতার প্রাপ্তি করবে । মন্সা ধরিত্রীর পরিবর্তন করে দেয় । এটাই এখন উন্নতির একমাত্র উপায় । আচ্ছা ।

১২ ঘন্টা বাচ্চাদের সাথে মিলনোৎসব পালন করার পরে বাপদাদা সকাল ৬ টার সময় সদগুরুবারের স্মরণ-স্নেহ সব বাচ্চাদের দিয়েছেন

বৃহস্পতির দশাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখাপ্রাপ্ত আত্মাদের বাপদাদা আজ বৃক্ষপতি দিবসে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । বৃক্ষপতি বাবা অবিনাশী তোমরা সব বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়ে দিয়েছেন । এই অবিনাশী ভাগ্য দ্বারা সদা নিজেও সম্পন্ন থাকবে এবং অন্যকেও সদা সম্পন্ন বানাবে । বৃক্ষপতি দিবস বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন দিবস যেখানে তোমরা সব বাচ্চারা তোমাদের শিক্ষায় সম্পন্ন হও । এই শিক্ষার স্মৃতিচিহ্ন দিবসে শিক্ষকের রূপে বাপদাদার লক্ষ্য সব বাচ্চাদের প্রত্যেক সাবজেক্টে সদা ফুল পাস করানোর তৎসহ পাস উইথ অনার হওয়ার । অন্যদের মধ্যেও একই প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ভরে দেন । এই শিক্ষায় তোমাদের সম্পন্ন বানানোর জন্য তিনি এই শিক্ষার সাথে তোমাদের স্মরণ-স্নেহ দেন ।

ভাগ্যবিধাতা বাবারূপে, যিনি তোমাদের বৃহস্পতির ভাগরেখা টেনেছেন, তিনি তোমাদের সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানান । আচ্ছা - স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

প্রশ্নঃ- এমন কোন্ স্মৃতি সদা থাকলে জীবনে কখনো নিরুৎসাহ হবেনা ?

উত্তরঃ- আমি সাধারণ আত্মা নই, আমি শিবশক্তি, বাবা আমার আর আমি বাবার । এই স্মৃতিতে থাকলে কখনও একাকীত্ব অনুভব হবেনা । কখনও নিরুৎসাহ হবেনা । সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে । 'শিবশক্তি'র অর্থই হলো শিব আর শক্তি কম্বাইন্ড । যেখানে সর্বশক্তিমান, হাজারহস্ত বাবা আছেন সেখানে সদাই উৎসাহ-উদ্দীপনা সাথে থাকে ।

বরদানঃ - স্বমানে স্থিত থেকে দেহভাব সমাপ্ত করে অকাল তখতাসীন, অকাল মূর্ত ভব

সঙ্গমযুগে বাবার থেকে তোমরা অনেক স্বমান প্রাপ্ত করো । রোজ এক নতুন স্বমান স্মৃতিতে রাখো তো স্বমানের সামনে দেহভাব এমন দৌড়ে পালাবে যেমন আলোর সামনে অন্ধকার দূর হয়ে যায় । না সময় লাগে না মেহনত লাগে । তোমাদের কাছে ডাইরেক্ট পরমাত্মলাইটের কানেকশন আছে, শুধু স্মৃতির সুইচ ডাইরেক্ট লাইনের সাথে অন করো । তাহলেই এত লাইট এসে যাবে যে শুধু তুমি আলোকিতই হবে না, অন্যদের জন্য লাইটহাউজ হয়ে যাবে । যারা এমন স্বমানে থাকে, তাদেরই অকাল সিংহাসনাসীন, অকালমূর্ত বলা হয়ে থাকে ।

স্লোগানঃ - নিজের স্থিতি উঁচু বানাও তবে পরিস্থিতি ছোট হয়ে যাবে ।